10 MINUTE SCHOOL

SSC23 শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি কোর্স বিজ্ঞান বিভাগ

SSC 23 শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি কোর্স বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান

10 MINUTE SCHOOL

নবম-দশম শ্রেণি

বাংলা প্রথম পত্র

কপোতাক্ষ নদ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি-পরিচিতি

মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলজীবনের শেষে তিনি কলকাতার হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজে অধ্যয়নকালে ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তার তীব্র অনুরাগ জন্মে। ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। তখন তাঁর নামের প্রথমে যোগ হয় 'মাইকেল'।

Important

কবি-পরিচিতি

পাশ্চাত্য জীবনযাপনের প্রতি প্রবল আগ্রহ এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তীব্র আবেগ তাঁকে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। পরবর্তীকালে জীবনের বিচিত্র কষ্টকর অভিজ্ঞতায় তার এই ভুল ভেঙেছিল। বাংলা ভাষায় কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে তার কবিপ্রতিভার যথার্থ স্ফূর্তি ঘটে। তার অমর কীর্তি 'মেঘনাদ-বধ কাব্য'। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ: তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও চতুর্শপদী কবিতাবলি। তার নাটক : কৃষ্ণকুমারী, শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী; এবং প্রহসন : একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ। বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং সনেট প্রবর্তন করে তিনি যোগ করেছেন নতুন মাত্রা। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে জুন কবি পরলোকগমন করেন।

শব্দার্থ ও টীকা

- **সতত** - সর্বদা।
- **বিরলে** - একান্ত নিরিবিলিতে।
- **নিশা** - রাত্রি।
- **ভ্রান্তি** -ভুল।
- **বারি-রূপকর** - প্রজা যেমন রাজাকে কর বা রাজস্ব দেয়, তেমনি কপোতাক্ষ নদও সাগরকে জলরূপ কর বা রাজস্ব দিচ্ছে।

8 → Introduction
6 → Conclusion
14

শব্দার্থ ও টীকা

লাইন

❖ **চতুর্দশপদী কবিতা** - ইংরেজিতে Sonnet, বাংলায় চতুর্দশপদী কবিতা। চৌদ্দ-চরণ-সমন্বিত ভাবসংহত সুনির্দিষ্ট। চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম আট চরণের স্তবককে অষ্টক (Octave)এবং পরবর্তী ছয় চরণের স্তবককে ষষ্টক (Sestet) বলে। অষ্টকে মূলত ভাবের প্রবর্তনা এবং ষষ্টকে ভাবের পরিণতি থাকে। চতুর্দশপদী কবিতায় কয়েক প্রকার অন্ত্যমিল প্রচলিত আছে। যেমন, প্রথম আট চরণ : কখখক কখখক। শেষ ছয় চরণ : ঘঙচ ঘঙচ। অথবা প্রথম আট চরণ : কখখগ কখখগ, শেষ ছয় চরণ : ঘঙঘঙ চচ। 'কপোতাক্ষ নদ' একটি চতুর্দশপদী কবিতা । এখানে মিলবিন্যাস: কখকখকখখক গঘগঘগঘ।

পাঠ-পরিচিতি

‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতাটি কবির চতুর্দশপদী কবিতাবলি থেকে গৃহীত হয়েছে। এইকবিতায় কবির স্মৃতিকাতরতার আবরণে তাঁর অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। কবি যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে জনুগ্রহণ করেন। শৈশবে মধুসূদন এই নদের তীরে প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় হয়েছেন। যখন তিনি ফ্রান্সে বসবাস করেন, তখন জন্মুভমির শৈশব-কৈশোরের বেদনা-বিধুর স্মৃতি তার মনে জাগিয়েছে কাতরতা। দূরে বসেও তিনি যেন কপোতাক্ষ নদের কলকল ধ্বনি শুনতে পান।

পাঠ-পরিচিতি

কত দেশে কত নদ-নদী তিনি দেখেছেন, কিন্তু জন্মভূমির এই নদ যেন মায়ের স্নেহডোরে তাঁকে বেঁধেছে, কিছুতেই তিনি তাকে ভুলতে পারেন না। কবির মনে সন্দেহ জাগে, আর কি তিনি এই নদের দেখা পাবেন! কপোতাক্ষ নদের কাছে তার সবিনয় মিনতি-বন্ধুভাবে তাকে তিনি স্নেহাদরে যেমন স্মরণ করেন, কপোতাক্ষ যেন একই প্রেমভাবে তাঁকে সস্নেহে স্মরণ করে। কপোতাক্ষ নদ যেন তার স্বদেশের জন্য হৃদয়ের কাতরতা বঙ্গবাসীদের নিকট ব্যক্ত করে।

SSC23 শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি কোর্স বিজ্ঞান বিভাগ
SSC 23 শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি কোর্স বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান
10 MINUTE SCHOOL

কপোতাক্ষ নদ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে !
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-মন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,

কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।
আর কি হে হবে দেখা? – যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সংগীতে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতাটি রচনাকালে কবি কোন দেশে ছিলেন?

ক. ফ্রান্সে

খ. ইংল্যান্ডে

গ. ইতালিতে

ঘ. আমেরিকায়

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২। 'কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?? এ উক্তিতে কবির কোন ভাব প্রকাশ পেয়েছে?

i. মমতা
ii. অনুরাগ
iii. ভ্রান্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও iii
ঘ. i , ii ও iii

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

প্রবাস জীবনে ফাস্টফুডের দোকানে
কত খাবার খেয়েছি আমি জীবনে।
মায়ের হাতের পিঠার কথা
ভুলি আমি কেমনে?

৩।'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কোন বিষয়টি উদ্দীপকটিতে প্রকাশ পেয়েছে?

ক. সুখস্মৃতির অনুপম চিত্রায়ন
খ. রঙিন কল্পনার নিদর্শন
গ. কষ্টকর স্মৃতির কাতরতা
ঘ. স্নেহাদরের কাতরতা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪। অনুচ্ছেদটির মূল বক্তব্য নিচের কোন চরণে ফুটে উঠেছে?

ক. সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে।

খ. জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।

গ. এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?

ঘ. আর কি হে হবে দেখা।

সৃজনশীল প্রশ্ন

ছোটকালে ছিলাম বাঙালিদের বালুচরে,
সাঁতরায়ে নদী পাড়ি দিতাম বারবার এপার হতে ওপারে,
ডিভি লটারি সুযোগ করে দিলে ছুটে চলে যাই আমেরিকায়
কিন্তু আজ মন শুধু ছটফটায় আর শয়নে স্বপনে বাড়ি দিয়ে যায়,
মধুময় স্মৃতিগুলো আমাকে কাঁদায়, তবু দেশে আর নাহি ফেরা হয়।

উত্তর
ক- 1 Line
খ- 2 Para
গ- 1-1.5 Page
ঘ- 1.5-2 Page

(গ) 1 বই + Stem
2 বই
3 বই + Stem

(ঘ) 1 বই + Stem
2 বই
3 Stem
4 বই + Stem

সৃজনশীল প্রশ্নে পূর্ণমান যত প্যারা তত

বই ০১

বই ০২

০৩

০৪

ক. সনেটের ষষ্টকে কী থাকে? ০১

খ. ‘স্নেহের তৃষ্ণা’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ০২

গ. উদ্দীপকে প্রতিফলিত অনুভূতি ‘কপোতাক্ষ নদ' কবিতার আলোকে তুলে ধর। ০৩

ঘ. ‘উদ্দীপকে প্রতিফলিত অনুভূতির অন্তরালে যে ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা-ই ‘কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূলভাব'- কথাটির সত্যতা বিচার কর। ০৪

বাংলা প্রথম

নবম-দশম শ্রেনি

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

লেখক-পরিচিতি

প্রমথ চৌধুরী ৭ই আগস্ট ১৮৬৮ সালে যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল পাবনা জেলায় হরিপুর গ্রামে। তাঁর শিক্ষাজীবন ছিল অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ। তিনি ১৮৯০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণিতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন এবং পরে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাত যান। বিলাত থেকে ফিরে এসে ব্যারিস্টারি পেশায় যোগদান না করে তিনি কিছুকাল ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন এবং পরে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন।

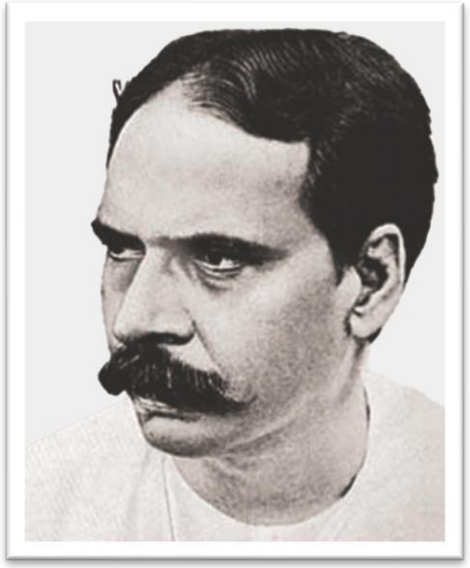

লেখক-পরিচিতি

তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম ছিল বীরবল। তাঁর সম্পাদিত 'সবুজ পত্র' বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষারীতি প্রবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বস্তুত তাঁরই নেতৃত্বে বাংলা সাহিত্যে নতুন গদ্যধারা সূচিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বীরবলের হালখাতা, রায়তের কথা, চার-ইয়ারি কথা, আহুতি, প্রবন্ধ সংগ্রহ, নীললোহিত, সনেট পঞ্চাশৎ, পদচারণ ইত্যাদি। প্রমথ চৌধুরী ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সালে কলকাতায় পরলোকগমন করেন।

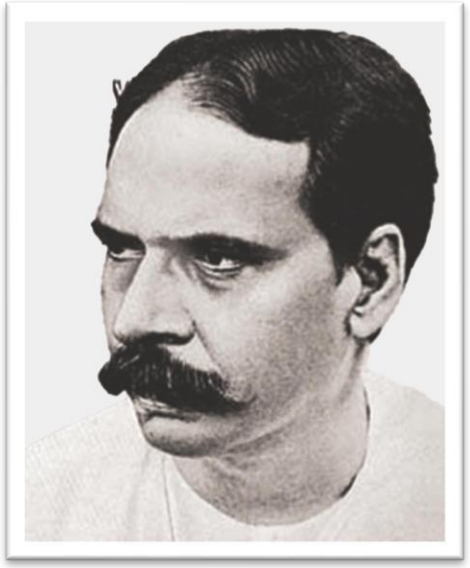

শব্দার্থ ও টীকা

শব্দার্থ	টীকা
শৌখিন- রুচিবান।	
উদ্বাহু- ঊর্ধ্ববাহু।	আহ্লাদে হাত ওঠানো।
ডেমোক্রেসি- গণতন্ত্র।	
সন্দিহান- সন্দেহযুক্ত।	
সুসার- প্রাচুর্য, সচ্ছলতা, সুবিধা।	
জজ- বিচারক।	
ভাঁড়েও ভবানী- রিক্ত, শূন্য।	
আবহমানকাল- চিরকাল।	
সোল্লাসে- আনন্দে।	

শব্দার্থ ও টীকা

শব্দার্থ	টীকা
অবগাহন- সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে গোসল।	
উপায়ান্তর- অন্য কোনো উপায়।	
স্বশিক্ষিত- নিজে নিজে শিক্ষিত।	
প্রচ্ছন্ন- গোপন।	
জীর্ণ- হজম।	
অব্যাহতি- মুক্তি।	
গতাসু- মৃত।	
গলাধঃকরণ- গিলে ফেলা।	

শব্দার্থ ও টীকা

শব্দার্থ	টীকা
কারদানি- বাহাদুরি।	
উদরপূর্তি –পেট ভরানো।	
ডেমোক্রেটিক- গণতান্ত্রিক।	
দাতাকর্ণ- মহাভারতের বিশিষ্ট চরিত্র, কুন্তীপুত্র।	দানের জন্য প্রবাদতুল্য মানুষ।
কেতাবি- কেতাব অনুসরণ করে চলে যারা।	

পাঠ-পরিচিতি

Source

'বই পড়া' প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। একটি লাইব্রেরির বার্ষিক সভায় প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছিল। আমাদের পাঠচর্চার অনভ্যাস যে শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য ঘটছে তা সহজেই লক্ষণীয়। আর্থিক অনটনের কারণে অর্থকরী নয় এমন সবকিছুই এদেশে অনর্থক বলে বিবেচনা করা হয়। সেজন্য বই পড়ার প্রতি লোকের অনীহা দেখা যায়।

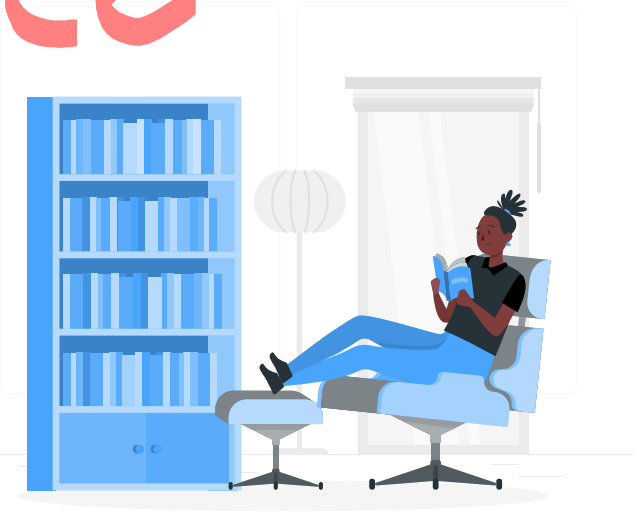

পাঠ-পরিচিতি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লব্ধ শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয় বলে ব্যাপকভাবে বই পড়া দরকার। কারণ সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। যথার্থ শিক্ষিত হতে হলে মনের প্রসার দরকার। তার জন্য বই পড়ার অভ্যাস বাড়াতে হবে। এর জন্য লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। বাধ্য না হলে লোকে বই পড়ে না। লাইব্রেরিতে লোকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী বই পড়ে যথার্থ শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। প্রগতিশীল জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সাহিত্যচর্চা করা আবশ্যক বলে লেখক মনে করেন।

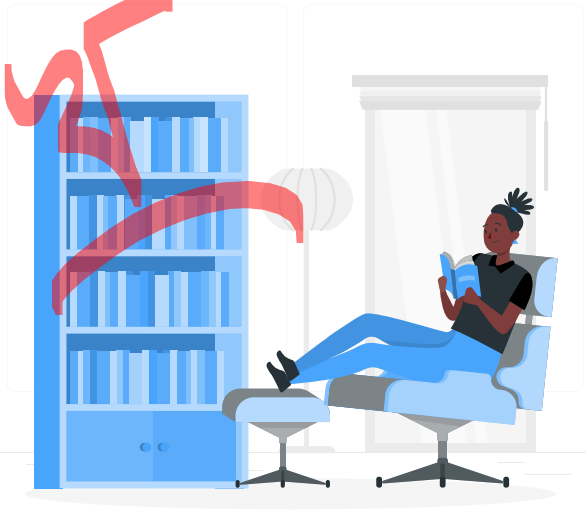

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

বই পড়া শখটা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ হলেও আমি কাউকে শখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চাইনে। প্রথমত, সে পরামর্শ কেউ গ্রাহ্য করবেন না; কেননা, আমরা জাত হিসেবে শৌখিন নই। দ্বিতীয়ত, অনেকে তা কুপরামর্শ মনে করবেন; কেননা, আমাদের এখন ঠিক শখ করবার সময় নয়। আমাদের এই রোগ-শোক,দুঃখ-দারিদ্রের দেশে সুন্দর জীবন ধারণ করাই যখন হয়েছে প্রধান সমস্যা, তখন সেই জীবনকেই সুন্দর করা, মহৎ করার প্রস্তাব অনেকের কাছে নিরর্থক এবং নির্মমও ঠেকবে। আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে প্রস্তুত নই; কিন্তু শিক্ষার ফল লাভের জন্য আমরা সকলে উদ্বাহু।

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

আমাদের বিশ্বাস শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই-ই দূর করবে। এ আশা সম্ভবত দুরাশা; কিন্তু তা হলেও আমরা তা ত্যাগ করতে পারি নে। কেননা, আমাদের উদ্ধারের জন্য কোনো সদুপায় আমরা চোখের সুমুখে দেখতে পাইনে। শিক্ষার মাহাত্মে আমিও বিশ্বাস করি এবং যিনিই যাই বলুন সাহিত্যচর্চা যে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লোকে যে তা সন্দেহ করে, তার কারণ এ শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তার কোনো নগদ বাজার দর নেই। এই কারণে ডেমোক্রেসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না, বোঝে শুধু অর্থের সার্থকতা।

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

ডেমোক্রেসির গুরুরা চেয়েছিলেন সকলকে সমান করতে কিন্তু তাদের শিষ্যরা তাদের কথা উল্টো বুঝে সকলেই হতে চায় বড় মানুষ। একটি বিশিষ্ট অভিজাত সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমরা ডেমোক্রসির গুণগুলো আয়ত্ত করতে না পেরে তার দোষগুলো আত্মসাৎ করেছি। এর কারণও স্পষ্ট। ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়। আমাদের শিক্ষিত সমাজের লোলুপদৃষ্টি আজ অর্থের ওপরই পড়ে রয়েছে। সুতরাং সাহিত্যচর্চার সুফল সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। যাঁরা হাজারখানা ল-রিপোর্ট কেনেন, তারা একখানা কাব্যগ্রন্থওকিনতে প্রস্তুত নন, কেননা, তাতে ব্যবসার কোনো সুসার নেই। নজির না আউড়ে কবিতা আবৃত্তি করলে মামলা যে হারতে হবে সে তো জানা কথা, কিন্তু যে কথা জজে শোনে না, তার যে কোনো মূল্য নেই, এইটেই হচ্ছে পেশাদারদের মহাভ্রান্তি।

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

জ্ঞানের ভাণ্ডার যে ধনের ভাণ্ডার নয় এ সত্য তো প্রত্যক্ষ। কিন্তু সমান প্রত্যক্ষ না হলেও সমান সত্য যে, এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য সে জাতির ধনের ভাড়েও ভবানী। তারপর যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়; কেননা ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞান সাপেক্ষ তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টি মন সাপেক্ষ এবং মানুষের মনকে সরল, সচল, সরাগ ও সমৃদ্ধ করার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের ওপরও ন্যস্ত হয়েছে। কেননা, মানুষের দর্শন, বিজ্ঞান,ধর্মনীতি, অনুরাগ-বিরাগ, আশা-নৈরাশ্য, তার অন্তরের সত্য ও স্বপ্ন এই সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম।

অপরাপর শাস্ত্রের ভিতর যা আছে সেসব হচ্ছে মানুষের মনের ভগ্নাংশ; তার পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে। দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি হচ্ছে তার মনগঙ্গার তোলা জল, তার পূর্ণ স্রোত আবহমানকাল সাহিত্যের ভেতরই সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে এবং সেই গঙ্গাতে অবগাহন করেই আমরা আমাদের সকল পাপমুক্ত হব।

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

অতএব, দাঁড়াল এই যে, আমাদের বই পড়তে হবে, কেননা বই পড়া ছাড়া সাহিত্যচর্চার উপায়ান্তর নেই। ধর্মের চর্চা চাই কি মন্দিরের বাইরেও করা চলে, দর্শনের চর্চা গুহায়, নীতির চর্চা ঘরে এবং বিজ্ঞানের চর্চা জাদুঘরে; কিন্তু সাহিত্যের চর্চার জন্য চাই লাইব্রেরি; ও-চর্চা মানুষে কারখানাতেও করতে পারে না; চিড়িয়াখানাতেও নয়। এইসব কথা যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের মানতেই হবে যে, সাহিত্যের মধ্যে আমাদের জাত মানুষ হবে। সেইজন্য আমরা যত বেশি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে।

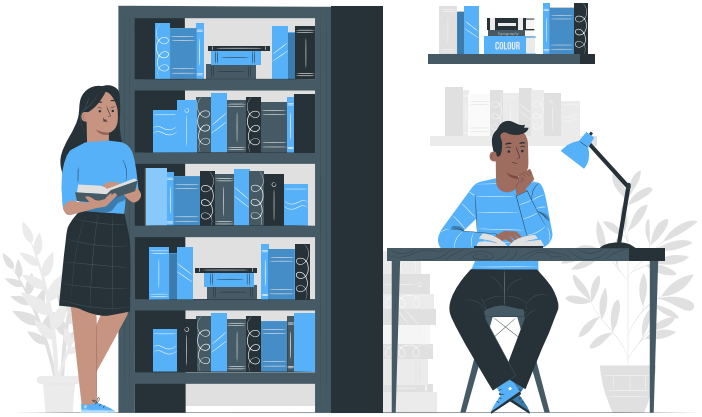

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

আমাদের মনে হয় এ দেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয় এবং স্কুল কলেজের চাইতে একটু বেশি। একথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন। কেউ কেউ আবার হেসেও উঠবেন; কিন্তু আমি জানি, আমি রসিকতাও করছিনে, অদ্ভুত কথাও বলছিনে; যদিও এ বিষয়ে লোকমত যে আমার মতের সমরেখায় চলে না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। অতএব আমার কথার আমি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। আমার বক্তব্য আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি তার সত্য মিথ্যার-বিচার আপনারা করবেন। সে বিচারে আমার কথা যদি না টেকে তাহলে রসিকতা হিসেবেই গ্রাহ্য করবেন।

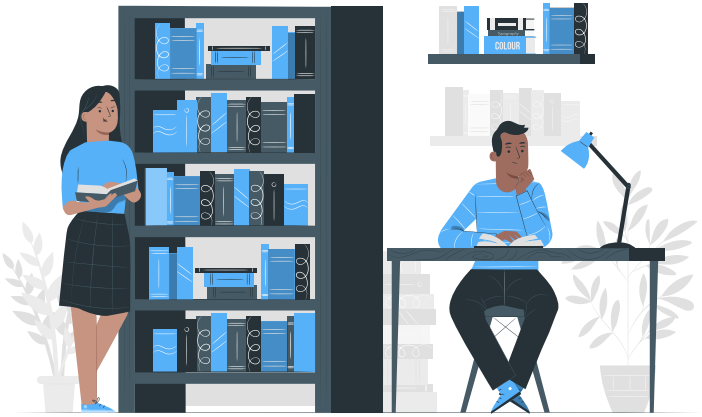

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

আমার বিশ্বাস শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যাদাতার অভাব নেই। এমন কি, এ ক্ষেত্রে দাতাকর্ণেরও অভাব নেই; এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিত থাকি এই বিশ্বাসে যে, সেখানে থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে যার সুদে তার বাকি জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যের দান গ্রহণসাপেক্ষ, অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহীতার কথাটা একেবারেই ভুলে যাই।

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতাম যে, শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার জ্ঞান পিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন, এর বেশি আর কিছু পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে শিষ্য নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমত বিদ্যা নিজে অর্জন করে বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে অর্জন করতে হয়। গুরু উত্তরসাধক মাত্র।

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উলটো। সেখানে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়, তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণশীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। একটা জানাশোনা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক। আমাদের সমাজে এমন অনেক মা আছেন যারা শিশু সন্তানকে ক্রমান্বয়ে গরুর দুধ গেলানোটাই শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার ও বলবৃদ্ধির সর্বপ্রধান উপায় মনে করেন। দুগ্ধ অবশ্য অতিশয় উপাদেয় পদার্থ, কিন্তু তার উপকারিতা যে ভোক্তার জীর্ণ করবার শক্তির ওপর নির্ভর করে এ জ্ঞান ও শ্রেণির মাতৃকুলের নেই। তাদের বিশ্বাস ও-বস্তু পেটে গেলেই উপকার হবে।

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

কাজেই শিশু যদি তা গিলতে আপত্তি করে তাহলে সে যে বেয়াড়া ছেলে, সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। অতএব তখন তাকে ধরে বেঁধে জোর জবরদস্তি করে দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। শেষটায় সে যখন এই দুগ্ধপান ক্রিয়া হতে অব্যাহতি লাভ করার জন্য মাথা নাড়াতে, হাত-পা ছুড়তে শুরু করে, তখন স্নেহময়ী মাতা বলেন, আমার মাথা খাও, মরামুখ দেখ, এই ঢোক, আর এক ঢোক, আর এক ঢোক ইত্যাদি।

মাতার উদ্দেশ্য যে খুব সাধু, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, উক্ত বলা কওয়ার ফলে মা শুধু ছেলের যকৃতের মাথা খান এবং ঢোকের পর ঢোকে তার মরামুখ দেখবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে চলেন। আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষা পদ্ধতিটাও ঐ একই ধরনের। এর ফলে কত ছেলের সুস্থ সরল মন যে ইনফ্যান্টাইল লিভারে গতাসু হচ্ছে তা বলা কঠিন। কেননা দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয়, আত্মার হয় না।

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

আমরা কিন্তু এই আত্মার অপমৃত্যুতে ভীত হওয়া দূরে থাক, উৎফুল্ল হয়ে উঠি। আমরা ভাবি দেশে যত ছেলে পাশ হচ্ছে তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে। পাশ করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়, এ সত্য স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই। শিক্ষা শাস্ত্রের একজন জগদ্বিখ্যাত ফরাসি শাস্ত্রী বলেছেন যে, এক সময়ে ফরাসি দেশে শিক্ষা পদ্ধতি এতই বেয়াড়া ছিল যে, সে যুগে France was saved by her idlers অর্থাৎ যারা পাশ করতে পারেনি বা চায় নি তারাই ফ্রান্সকে রক্ষা করেছে। এর কারণ, হয় তাদের মনের বল ছিল বলে কলেজের শিক্ষাকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, নয় সে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছিল বলেই তাদের মনের বল বজায় ছিল। তাই এই স্কুল পালানো ছেলেদের দল থেকে সে যুগের ফ্রান্সের যত কৃতকর্মা লোকের আবির্ভাব হয়েছিল।

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

সে যুগে ফ্রান্সে কী রকম শিক্ষা দেওয়া হতো তা আমার জানা নেই। তবুও আমি জোর করে বলতে পারি যে, এ যুগে আমাদের স্কুল কলেজে শিক্ষার যে রীতি চলছে, তার চাইতে সে শিক্ষাপদ্ধতি কিছুতেই নিকৃষ্ট ছিল না। সকলেই জানেন যে, বিদ্যালয়ে মাস্টার মহাশয়েরা নোট দেন এবং সেই নোট মুখস্থ করে তারা হয় পাশ। এর জুড়ি আর একটি ব্যাপারও আমাদের দেশে দেখা যায়। এদেশে একদল বাজিকর আছে, যারা বন্দুকের গুলি থেকে আরম্ভ করে উত্তরোত্তর কামানের গুলি পর্যন্ত গলাধঃকরণ করে।

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

তারপর একে একে সবগুলো উগলে দেয়। এর ভেতর যে অসাধারণ কৌশল আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই গেলা আর ওগলানো দর্শকের কাছে তামাশা হলেও বাজিকরের কাছে তা প্রাণান্তকর ব্যাপার। ও কারদানি করা তার পক্ষে যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি অপকারী। বলা বাহুল্য, সে বেচারাও লোহার গোলাগুলোর এক কণাও জীর্ণ করতে পারে না। আমাদের ছেলেরাও তেমনি নোট নামক গুরুত্ত নানা আকারের ও নানা প্রকারের গোলাগুলো বিদ্যালয়ে গলাধঃকরণ করে পরীক্ষালয়ে তা উদ্‌পিরণ করে দেয়।

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

এ জন্য সমাজ বাহবা দেয় দিক কিন্তু মনে যেন না ভাবে যে, এ জাতির প্রাণশক্তি বাড়ছে। স্কুল কলেজের শিক্ষা যে অনেকাংশে ব্যর্থ হয়, অনেক স্থলে মারাত্মক। কেননা আমাদের স্কুল-কলেজের ছেলেদের স্বশিক্ষিত হবার সে সুযোগ দেয় না, শুধু তাই নয়, স্বশিক্ষিত হবার শক্তি পর্যন্ত নষ্ট করে। আমাদের শিক্ষাযন্ত্রের মধ্যে যে যুবক নিষ্পেষিত হয়ে বেরিয়ে আসে, তার আপনার বলতে বেশি কিছু থাকে না, যদি না তার প্রাণ অত্যন্ত কড়া হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, এই ক্ষীণপ্রাণ জাতির মধ্যেও জনকতক এমন কঠিন প্রাণের লোক আছে, এহেন শিক্ষাপদ্ধতিও তাদের মনকে জখম করলেও একেবারে বধ করতে পারে না।

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

আমি লাইব্রেরিতে স্কুল-কলেজের ওপরে স্থান দিই এই কারণে যে, এ স্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিও স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ পায়। প্রতিটি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জনের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্কুল কলেজ বর্তমানে আমাদের যে অপকার করছে সে অপকারের প্রতিকারের জন্য শুধু নগরে নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। আমি পূর্বে বলেছি যে, লাইব্রেরি হাসপাতালের চাইতে কম উপকারী নয়, তার কারণ আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে একরকম মনের হাসপাতাল।

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

অতঃপর আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, বই পড়ার পক্ষ নিয়ে এ ওকালতি করবার, বিশেষত প্রাচীন নজির দেখাবার কী প্রয়োজন ছিল? বই পড়া যে ভালো, তা কে না মানে? আমার উত্তর- সকলে মুখে মানলেও কাজে মানে না। মুসলমান ধর্মে মানবজাতি দুই ভাগে বিভক্ত। যারা কেতাবি আর এক যারা তা নয়। বাংলায় শিক্ষিত সমাজ যে পূর্বদলভুক্ত নয়, একথা নির্ভয়ে বলা যায় না। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটের ওপর বাধ্য না হলে বই স্পর্শ করেন না। ছেলেরা যে নোট পড়ে এবং ছেলের বাপেরা যে নজির পড়েন, দুই-ই বাধ্য হয়ে, অর্থাৎ পেটের দায়ে। সেইজন্য সাহিত্যচর্চা দেশে একরকম নেই বললেই হয়। কেননা, সাহিত্য সাক্ষাৎভাবে উদরপূর্তির কাজে লাগে না।

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

বাধ্য হয়ে বই পড়ায় আমরা এতটা অভ্যস্ত হয়েছি যে, কেউ পড়লে আমরা তাকে নিষ্কর্মার দলেই ফেলে দিই; অথচ একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, যে জিনিস স্বেচ্ছায় না করা যায়, তাতে মানুষের মনের সন্তোষ নেই। একমাত্র উদরপূর্তিতে মানুষের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি হয় না। একথা আমরা সকলেই জানি যে, উদরের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচে না; কিন্তু একথা আমরা সকলেই মানিনে যে, মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না। দেহরক্ষা অবশ্য সকলেরই কর্তব্য কিন্তু আত্মরক্ষাও অকর্তব্য নয়।

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

মানবের ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে যে মানুষের প্রাণ মনের সম্পর্ক যত হারায় ততই তা দুর্বল হয়ে পড়ে। মনকে সজাগ ও সবল রাখতে না পারলে জাতির প্রাণ যথার্থ স্ফূর্তিলাভ করে না। তারপর যে জাতি যত নিরানন্দ সে জাতি তত নির্জীব। একমাত্র আনন্দের স্পর্শেই মানুষের মনপ্রাণ সজীব, সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে। সুতরাং সাহিত্যচর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, জাতির জীবনীশক্তির হ্রাস করা। অতএব, কোনো নীতির অনুসারেই তা কর্তব্য হতে পারে না। অর্থনীতিরও নয়, ধর্মনীতিরও নয়।

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

কাব্যামৃতে যে আমাদের অরুচি ধরেছে সে অবশ্য আমাদের দোষ নয়, আমাদের শিক্ষার দোষ। যার আনন্দ নেই সে নির্জীব একথা যেমন সত্য যে নির্জীব তারও আনন্দ নেই, সে কথাও তেমনি সত্য। আমাদের শিক্ষাই আমাদের নির্জীব করেছে। জাতির আত্মরক্ষার জন্য এ শিক্ষার উলটো টান যে আমাদের টানতে হবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই বিশ্বাসের বলেই আমি স্বেচ্ছায় সাহিত্যচর্চার সপক্ষে এত বাক্য ব্যয় করলুম। সে বাক্যে আপনাদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছি কিনা জানিনে। সম্ভবত হইনি। কেননা, আমাদের দুরবস্থার কথা যখন স্মরণ করি, তখন খালি কোমল সুরে আলাপ করা আর চলে না; মনের আক্ষেপ প্রকাশ করতে মাঝে মাঝেই কড়ি লাগাতে হয়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক লাইব্রেরিকে কীসের ওপর স্থান দিয়েছেন?

ক. হাসপাতালের
খ. স্কুল- কলেজের
গ. অর্থ-বিত্তের
ঘ. জ্ঞানী মানুষের

২। স্বশিক্ষিত বলতে বোঝায়-

ক.সৃজনশীলতা অর্জন
খ. সার্টিফিকেট অর্জন
গ. বুদ্ধির জাগরণ
ঘ. উচ্চ শিক্ষা অর্জন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও-

"পড়িলে বই আলোকিত হই
না পড়িলে বই অন্ধকারে রই।"

৩. উদ্দীপকটির ভাবার্থ বই পড়া' প্রবন্ধের কোন বাক্যে বিদ্যমান?

ক. জ্ঞানের ভাণ্ডার ধনের ভাণ্ডার নয়
খ. শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না
গ. সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত
ঘ. আমাদের বাজারে বিদ্যাদাতার অভাব নেই

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪. উদ্দীপকটির ভাবার্থ 'বই পড়া' প্রবন্ধের। ভাবকে নির্দেশ করে তা হলো-

i. জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মৌলিকত্ব অর্জন
ii. শিক্ষাযন্ত্রের মাধ্যমে বিকশিত হওয়া
iii. শিক্ষকের মাধ্যমে বিকশিত হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

কল করুন

16910

10 MINUTE SCHOOL

বহিপীর

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

আলোচনার বিষয়ঃ

নাটকের সংজ্ঞা ও ধারণা নাটকের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল
বাংলা নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
বাংলাদেশের নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বহিপীর

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

ক. নাটকের ধারণা ও সংজ্ঞা

নাটক, নাট্য,নট,নটী- এই শব্দগুলোর মূল শব্দ হলো 'নট্'। নট্ মানে হচ্ছে নড়াচড়া করা, অঙ্গচালনা করা।

Drama শব্দটি এসেছে গ্রিক Dracin শব্দ থেকে। যার অর্থ হলো to do বা কোনো কিছু করা।

সাহিত্যের প্রাচীন রূপটিকে কাব্য বলা হতো। কাব্য ছিল দুই প্রকার - শ্রব্য কাব্য ও দৃশ্য কাব্য।

বহিপীর

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯২০(১৯২২) সালের ১৫ আগস্ট চট্টগ্রাম শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মাত্র আট বছর বয়েসে মাতৃহারা হন। তিনি ১৯৩৯ সালে কুড়িগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও ১৯৪১ সালে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন।

তারপর বিদেশে তৎকালীন পাকিস্তান দূতাবাসে কাজ করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্যারিসে থেকেই বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেন।

তার প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নয়নচারা' প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। বাংলা একাডেমী পুরস্কার' (১৯৬১), 'আদমজী পুরস্কার (১৯৬৫) ও 'একুশে পদক' (মরণোত্তর, ১৯৮৪) লাভ করেন। তিনি অক্টোবর, ১৯৭১ সালে প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন।

বহিপীর নাটক ১৯৬০ সালে ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশের আগে ১৯৫৫ সালে ঢাকায় 'পিইএন ক্লাবে'র উদ্যোগে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে বাংলা নাটকের প্রতিযোগিতায় 'বহিপীর' নাটক পুরস্কার লাভ করে।

বাঙালি মুসলমান সমাজে পীর সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় কুসংস্কার ও ধর্মীয় বইয়ের পাতা থেকে। মূলত ইসলাম ধর্মের সুফিবাদী ব্যাখ্যার সূত্র ধরেই পীর সমাজের সৃষ্টি।

পিতার বদলির চাকরি সূত্রে ওয়ালীউল্লাহ সারা বাংলাদেশে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পান। তিনি বাঙালি মুসলমান সমাজে তখন জেঁকে বসা পীর প্রথা কাছে থেকে দেখার সুযোগ পান।

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীর। তিনি দুই বছরান্তে একবার শিষ্য বা মুরিদদের বাড়িতে ঘুরে বেড়ান।

বহিপীরও তার সঙ্গী হকিকুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে তার সন্ধানে বের হন।

বহিপীর নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ও নাম চরিত্র। তিনি অত্যন্ত ধূর্ত ও বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ।

তিনি সারা বছর তার মুরিদদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ান। তাদের কাছ থেকে অর্থসম্পদ সংগ্রহ করেন।

আমরা দেখি, তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও বুদ্ধিমান লোক।

তিনি টাকা দিয়ে জমিদারের জমিদারি রক্ষা করার প্রস্তাব করেন। শর্ত হিসেবে তাহেরাকে ফেরত চান।

এতে তার একই সাথে বুদ্ধিমত্তা ও বাস্তবজ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায় ।

তাহেরা এই নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। একবিচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাবা ও সত্যাতা তাকে বৃদ্ধ পীরের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সে এ অন্যায় বিয়ে মেনে নেয়নি। পালিয়েছে। দুঃসাহসের সাথে শহরগামী বজরায় চড়ে বসেছে।

অর্থাৎ সে একই সাথে অনমনীয় ও মানবিক চরিত্র।

তাহেরাকে বিশ শতকের প্রারম্ভে নারী অধিকার ও জাগরণের প্রতীক চরিত্র বলা যায়।

হাশেম আলি জমিদারপুত্র। সে এই নাটকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সে কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীরের বিপরীত চরিত্র।

মানবীয় মূল্যবোধে ও ন্যায়বোধের গুরুত্ব তার কাছে সর্বাধিক। এ অর্থে হাশেম আলিকেই নায়ক এবং বহিপীরকে খলনায়ক হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

হাশেম আলি বিএ পাস। এখন একটি প্রেস বসাতে চায়।

হাশেম আলি ধর্মীয় কুসংস্কার ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক চরিত্র।

হাতেম আলি একজন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার।

হাতেম আলি স্থিতধী, আত্মনিমগ্ন উচ্চ মানবিক চেতনাসম্পন্ন একটি উজ্জ্বল চরিত্র।

হকিকুল্লাহ ও জমিদার গিন্নি এই নাটকের দুটি অপ্রধান চরিত্র। জমিদার গিন্নি অত্যন্ত সাদামাটা একটি চরিত্র। তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অত্যন্ত ধর্মভীরু।

তার মধ্যে বাঙালি চিরায়ত মায়ের প্রতিমর্তি ফুটে উঠেছে। হকিকুল্লাহ পীরের ধামাধরা একটি ব্যক্তিত্বহীন চরিত্র। সে বহিপীরের সহকারী। নাটকে সে মূলত পীরের আজ্ঞা পালন করেই চলেছে।

নাটকটিতে প্রতিফলিত সমাজচিত্র থেকে বোঝা যায়, নাটকটির সময়কাল উনিশ শতকের শেষভাগ বা বিশ শতকের সূচনালগ্ন। নাটকে দেখা যায়, জমিদার হাতেম আলি সূর্যাস্ত আইনে তার জমিদারি হারাতে বসেছেন।

অপরাপর চরিত্রগুলোর মধ্যেও যৌক্তিক মানবিক বোধে জাগ্রত। নাটকটি এভাবে মানবিক জাগরণের দৃশ্যকাব্য হয়ে ওঠেছে।

6:00 pm

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। এমন একটি ঝড় কখনো দেখিনি- উক্তিটি কার?

ক. হাশেমের
খ. তাহেরার
ঘ. বহিপীরের
গ. খোদেজার

২। ‘এক-আধটু ঠাট্টা-মস্করা করতেও শুরু করেছে’ – কারা এ কাজটি করতে শুরু করেছে?

ক. মাঝিরা
খ. সহপাঠিরা
ঘ. গ্রামের লোকেরা
গ. যাত্রীরা

৩। নদীতে খালি কী দেখতে পায় তাহেরা?

ক. নৌকা
খ. বজরা
ঘ. পদ্ম পলাশ
গ. কচুরিপানা

৪। কথ্য ভাষা সম্পর্কে বহিপীরের মত হলো, - এটি

i. মাঠ ঘাটের ভাষা
ii. স্রষ্টার বাণী বহন করার উপযুক্ত
iii. খোদার বাণী বহন করার অনুপযুক্ত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
ঘ. i ও ii
গ. i ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

তামশ মহাজনের জামি বেদখল হয়ে যাচ্ছে। সে কারণে তাঁর মনে শান্তি নেই। বাড়িতে না জানিয়ে তিনি জমি রক্ষার জন্য কোর্টে যান। এসব খরচ জোগানোর অর্থ জোগাড়ের জন্য তিনি বিপথ অবলম্বন করতে গিয়ে বোধোদয় হয়।

৫। উদ্দীপকের তামশু মহাজনের সাথে বহিপীর নাটকের যে চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ-

ক. হকিকুল্লাহ

খ. হাশেম আলি

ঘ. জমিদার গিন্নি

গ. হাতেম আলি

৬। কোন বৈশিষ্ট্যের কারনে উভয় চরিত্র সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. জমিদারিত্ব রক্ষার জন্য কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন।

খ. পীর সাহেবের প্রতারণার শিকার।

গ. সন্তান হারানোর জন্য কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন।

ঘ. বজরার দূর্ঘটনার শীকার

উদ্দীপকটি পড়ে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

মাতবর ধূর্তপ্রকৃতির লোক। বয়স হয়েছে অথচ স্বভাব বদলায়নি। বুড়ো বয়সে কলিমুদ্দির মেয়েকে বিয়ে করার ব্যবস্থা করে। কিন্তু মেয়েটি বিয়ের রাতেই রাজেনের সাথে পালালে মাতবর তা মেনে নেয়।

৭। উদ্দীপকের শেষ অবস্থা মোকাবিলার মাধ্যমে বহিপীর নাটকের কোন চরিত্রের মিল আছে?

ক. বহিপীর

খ. হাশেম আলি

ঘ. হাতেম আলি

গ. হকিকুল্লাহ

৮। শেষ অবস্থায় মোকাবিলায় উভয় চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে তা হলো-

i. বুদ্ধিমত্তা

ii. বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন

iii. মানবিক চেতনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

ঘ. i ও ii

গ. i ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আব্দুল্লাহ গ্রামের স্কুলে মাস্টারি করেন। গ্রামের মানুষ তাকেও পীর মনে করেন। কারণ, তাঁর বাবাও পীর ছিলেন। সে কারণে গ্রামের একজন বয়স্ক লোকে তাঁর পায়ে সালাম করতে যান। কিন্তু আব্দুল্লাহ এসবে বিশ্বাস করেন না। সে জন্য তিনি সালাম করতে না দিলে বয়স্ক লোকে মনে করে বেহেস্তের চাবিটা একটুর জন্য ফসকে গেল।

৯। উদ্দীপকের আব্দুল্লাহের কার্যক্রমে 'বহিপীর' নাটইকের বিপরীত বৈশিষ্ট্যের চরিত্রটি হলো-

ক. হাসেম আলি

খ. হাতেম আলি

ঘ. হকিকুল্লাহ

গ. বহিপীর

১০। বহিপীর নাটকের বিপরীতে কার্যক্রমে আব্দুল্লাহ চরিত্রে প্রকাশিত দিকটি হলো-

ক. ধূর্ততা

খ. ধৈর্যশীলতা

ঘ. কুসংস্কারমুক্ত

গ. ভণ্ডামি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আজাদের বাবা নামকরা পীর ছিলেন। কিন্তভু আজাদ লেখাপড়া শিখেছেন। শহরে চাকরি করেন। দীর্ঘদিন পর গ্রামে বেড়াতে আসেন। গ্রামের মুরব্ব তার কাছে এসে তাকে সালাম করতে যায়। আজাদ সাহেব নিজেই তাকে সালাম করেন, কিন্তু মুরব্বি এ ঘটনায় নিজেকে পাপী মনে করেন। আরেকজন তার কাছে পানি পড়া নিতে আসে। তাকে আজাদ সাহেব বোঝানোর চেষ্টা করেন।

ক. বহিপীর নাটকের ১ম সংলাপটি কার?
খ. বিয়ে হলো তকদিরের কথা- এ কথাটি বুঝিয়ে বলো।
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত গ্রামের মানুষগুলোর কার্যক্রমে 'বহিপীর' নাটকে প্রতিফলিত সমাজের কোন চিত্রকে ইঙ্গিত করে তা তুলে ধরো।
ঘ. উদ্দীপকের আজাদ চরিত্রটি "বহিপীর' নাটকের বহিপীরের মতো ধর্মব্যবসায়ী নয়-মন্তব্যটি বিচার করো।

২। মঞ্জুর সাহেবের ভগ্নিপতি মারা যাওয়ার পর ভগিনী মাজেদাকে নিয়ে এসে মানুষ করে। টাকা বাঁচানোর জন্য মাজেদাকে ব্যবসায়ীর দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। মঞ্জুর সাহেবের স্ত্রী এর প্রতিবাদ করে এবং তা হতে দেয়নি।

ক. সূর্যাস্ত আইন কত সালে প্রণীত হয়?
খ. জমিদার হাতেম আলির মনে শান্তি নেই কেন?
গ. উদ্দীপকের মঞ্জুর সাহেবের সাথে বহিপীর নাটকের হাতেম আলি চরিত্রের বৈসাদৃশ্য তুলে ধরো।
ঘ. মাতৃসুলভ সহানুভূতি থাকলেও উদ্দীপকের মাজেদা চরিত্রটি পুরোপুরি বহিপীর নাটকের খোদেজা চরিত্র নয়- মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো।

৩। সুমির বাবা দিনমজুর। যৌতুকের টাকার অভাবে সুমির বাবা বৃদ্ধ মোড়লের সাথে তার বিয়ে ঠিক করে। সুমি রাজি না হয়ে কর্মের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে গেলে সবাই মিলে তাকে ধরে জোর করে বিয়ে দিতে চায়। তখন রাহুল প্রতিবাদ করে এ বিয়ে ঠেকায়। অবশেষে সে নিজেই বিনা যৌতুকে তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ক. নৌকার সঙ্গে কিসের ধাক্কা লেগেছিল?
খ. এমন মেয়েও কারও পেটে জন্মায় জানতাম না- এ কথাটি বুঝিয়ে বলো।
গ. উদ্দীপকের সুমি চরিত্রটি 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ- তা তুলে ধরো।
ঘ. প্রতিবাদের প্রতীক চরিত্র হিসেবে উদ্দীপকের রাহুল ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি অভিন্ন - মূল্যায়ন করো।

পূর্ববর্তী বছরের এস.এসসি পরীক্ষায় আসা কিছু জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ

১। বহিপীরের বয়স কত বছর? [ঢা. বো '২০, '১৭]

২। সূর্যাস্ত আইন কখন প্রনীত হয়? [ঢা. বো '২০; কু. বো. '১৯, '১৭]

৩। এরিস্টটল নাটকে কয়টি ঐক্যের কথা বলেছেন? [রা. বো. '২০]

৪। নাটকের প্রাণ কী? [রা. বো. '২০; য. বো '১৬; চ. বো. '১৯]

৫। "বদান্যতার জোরে জান যায় মানুষের" উক্তিটি কার? [য. বো. '২০]

পূর্ববর্তী বছরের এস.এসসি পরীক্ষায় আসা কিছু জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ

৬। বহিপীরের মতে কী না থাকলে মানুষের রুহ মরে যায়? [য. বো. '২০]

৭। "একজন চেঁচামেচি করে আরেকজন কাঁদে" উক্তিটি কার?[কু. বো. '২০]

৮। হাতেমের বাল্য বন্ধুর নাম কী? [কু. বো. '২০; রা. বো. '১৯,১৭; য. বো. '১৭; কু. বো. '১৬; সি. বো. '১৭; ব. বো. '১৭;]

৯। হাতেম আলির জমিদারি কোথায় ছিলো?[রা. বো. '১৭; চ. বো. '২০;]

১০। হাশেমের চোখে কান্না এলো কার কথা ভেবে?[চ. বো. '২০; দি. বো. '১৭;]

পূর্ববর্তী বছরের এস.এসসি পরীক্ষায় আসা কিছু জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ

১১। শহরে বহিপীরের কয়জন মুরিদ আছেন? [সি. বো. ’২০;]

১২। সর্বদা বহিপীরের কি করার অভ্যাস? [সি. বো. ’২০;]

১৩। প্রথম বাংলা আধুনিক নাটক রচনার কৃতিত্ব কার? [ব. বো. ’২০;]

১৪। কলকাতায় প্রথম মঞ্চনাটকের আয়োজন করেন কে? [ব. বো. ’২০;]

১৫। তাহেরার মতে পীর সাহেব কেমন লোক? [দি. বো. ’২০;]

পূর্ববর্তী বছরের এস.এসসি পরীক্ষায় আসা কিছু জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ

১৬। সামান্য স্নেহ না থাকলে কী মারা যায়? [দি. বো. '২০;]

১৭। 'বহিপীর' নাটকে তাহেরাকে বিশ শতকের প্রারম্ভে কোন ধরনের প্রতীকী চরিত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে? [ম. বো. '২০;]

১৮। কোন আইনে হাতেম আলির জমিদারি নিলামে উঠেছিল? [ম. বো. '২০;]

১৯। হাতেম আলির বাল্যবন্ধুর কাছে যাওয়ার কারণ কী? [রা. বো. '২০;]

২০। মানসিক যন্ত্রনা কিসের চেয়ে কষ্টকর? [সি. বো. '১৯;]

পূর্ববর্তী বছরের এস.এসসি পরীক্ষায় আসা কিছু জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ

২১। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রথম গল্পগ্রন্থ কোনটি? [চ. বো. '১৯;]

২২। কোন ঘাটে জমিদারের বজরা থেমেছিল? [কু. বো. '১৯;]

২৩। বহিপীর হাতেম আলিকে কি শর্ত দিয়েছিল? [দি. বো. '১৯;]

২৪। কালের ঐক্য বলতে আমরা কি বুঝি? [দি. বো. '১৯;]

২৫। 'খোদার ভেদ বোঝাঁ সত্যই মুশকিল' উক্তিটি কার? [ঢা. বো. '১৯;]

পূর্ববর্তী বছরের এস.এসসি পরীক্ষায় আসা কিছু জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ

২৬। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রথম গল্পগ্রন্থ কোনটি? [ঢা. বো. '১৯;]

২৭। কোন ঘাটে জমিদারের বজরা থেমেছিল? [য. বো. '১৯;]

২৮। বহিপীর হাতেম আলিকে কি শর্ত দিয়েছিল? [য. বো. '১৯;]

২৯। কালের ঐক্য বলতে আমরা কি বুঝি? সি. বো. '১৯;]

৩০। 'খোদার ভেদ বোঝাঁ সত্যই মুশকিল' উক্তিটি কার? [সকল বোর্ড'১৮;]

পূর্ববর্তী বছরের এস.এসসি পরীক্ষায় আসা কিছু জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ

৩১। বহিপীরের বাড়ি কোথায়? [সকল বোর্ড '১৮; চ. বো. '১৭; সি. বো. '১৭; ব. বো. '১৯;]

৩২। 'বহিপীর' নাটকটির রচনাকাল কত?[ঢা. বো. '১৭;]

৩৩। হাশেম আলি কিসের ব্যাবসায় করতে চেয়েছিল?[য. বো. '১৭;]

৩৪। 'বহিপীর' নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনটি?[কু. বো.'১৮;]

৩৫। নাটকের উপাদান কয়টি?[চ. বো.'১৭; ব. বো. '১৯;]

পূর্ববর্তী বছরের এস.এসসি পরীক্ষায় আসা কিছু জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ

৩৬। তাহেরা কোন ঘাট থেকে বজরায় উঠেছিল?[দি. বো. ’১৭; ব. বো. ’১৯;]

৩৭। জমিদার হাতেম আলি শহরে তার কার কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য এসেছেন?[ঢা. বো. ’১৬;]

৩৮। ‘বহিপীর’ নাটক কত সালে প্রথিম প্রকাশিত হয়?[রা.বো. ‘১৬; য. বো. ’১৭;]

৩৯। ‘ছোট মুখে বড় কথা’- ‘বহিপীর’ উক্তিটি কার?[সি. বো. ’১৬;]

৪০। ‘বহিপীর’ নাটকটি কত সালে পুরষ্কার লাভ করে?[দি. বো.’১৬;]

পূর্ববর্তী বছরের এস.এসসি পরীক্ষায় আসা কিছু জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ

৪১। ‘বহিপীর’ নাটকে ডেমরা ঘাট থেকে উদ্ধার করা মেয়েটির নাম কী?[কু. বো. ’১৯;]

৪২। ‘কিন্তু আমাদের বজরায় কি হচ্ছে বুঝতে পারছি না’ – উক্তিটি কার?[সি. বো. ’১৫;]

৪৩। বহিপীরের সহকারী কে ছিল?[ব. বো. ’১৫ ;]

পূর্ববর্তী বছরের এস.এসসি পরীক্ষায় আসা কিছু অনুধাবনমূলক প্রশ্নঃ

১। হাকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়েও ফিরে এসেছিলেন কেন? ব্যাখ্যা কর।[ঢা. বো '২০, '১৭; কু. বো. '১৭; চ. বো. '২০;দি.বো. '১৯;]

২। "খোদার ভেদ বোঝা সত্যই মুশকিল"- 'বহিপীর' নাটকে বহিপীর একথা বলেছেন কেন?[ঢা. বো '২০;]

৩। "নদীতে বেগুনি রঙের শাপলা থাকে না- পদ্ম-পলাশ থাকে না, কেবল কচুরিপানা ভেসেযায়।"- উক্তিটিতে কি বোঝানো হয়েছে?[রা. বো. '২০]

৪। "অত ভাবলে কি কেউ পালাতে পারে?"- তাহেরার এমন উক্তিতে কি প্রকাশ পেয়েছে? [রা. বো. '২০;]

৫। "আপনারা কোরবানির গোস্ত খেতে পারেন, কিন্তু গরু জবাই চেয়ে দেখতে পারেন না।"- তাহেরা একথা বলেছিল কেন?[য. বো. '২০]

পূর্ববর্তী বছরের এস.এসসি পরীক্ষায় আসা কিছু অনুধাবনমূলক প্রশ্নঃ

৬। ‘এত দিনের পুরনো জমিদারির শেষ রাত’ বলতে কি বোঝানো হয়েছে?[য. বো ’২০;]

৭। “ইহা পরাজিত শত্রুর শেষ দাবি”-বুঝিয়ে লেখ।[কু. বো ’২০;]

৮। জমিদার হাতেম আলির মনে শান্তি নেই কেন?[ব. বো. ’১৭; য. বো ’১৭; কু. বো ’২০;]

৯। “একটা স্বপ্ন ভেঙে গেলে আরেকটা স্বপ্ন গড়তে পারবো।” – কথাটি দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে?[ঢা. বো. ’১৬; কু. বো. ’১৯; চ. বো ’২০; দি. বো ’১৭;]

১০। ‘এমন মেয়ে কারো পেটে জন্মায় জানতাম না’- কথাটি বুঝিয়ে লেখ?[ঢা. বো. ’১৫; কু. বো ’১৫; সি. বো ’২০;]

পূর্ববর্তী বছরের এস.এসসি পরীক্ষায় আসা কিছু অনুধাবনমূলক প্রশ্নঃ

১১। হাতেম আলি তাহেরাকে বহিপীরের হাতে তুলে দিতে চাননি কেন?[সি. বো ’২০;]

১২। “এমন মেয়ে কখনো দেখিনি,বাবা”- খোদেজার এমন উক্তির কারণ বর্ণনা কর। [ব. বো ’২০;]

১৩। “নিজেকে মনে হয় কসাইর মতো মনে হচ্ছে”- ব্যাখ্যা করো।[ঢা. বো. ’১৯; য. বো ’১৭; ব. বো ’১৭; ব. বো ’২০,১৬;]

১৪। “সাবাস মেয়ে তুমি” – খোদেজার এমন উক্তির কারণ ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. ’১৯; য. বো. ’১৭; ব. বো ’১৭; দি. বো ’২০,১৬;]

১৫। ‘আমি কি বকরি-ঈদের গরু ছাগল নাকি?’ এই উক্তির কারণ কী?[য. বো. ’১৬; সি. বো ’১৭; দি. বো ’২০;]

পূর্ববর্তী বছরের এস.এসসি পরীক্ষায় আসা কিছু অনুধাবনমূলক প্রশ্নঃ

১৬। ‘বহিপীর’ বইয়ের ভাষায় কথা বলতেন কেন? বুঝিয়ে লেখ।[ম. বো ’২০;]

১৭। জমিদার-পেত্নী খোদেজা পীরের বদদোয়াকে ভয় করতেন কেন? বুঝিয়ে লেখ। [ম. বো ’২০;]

১৮। “মেয়েটার মনে হয় একটু লজ্জা-শরম ও নাই।”- কথাটি কেন বলা হয়েছে? বুঝিয়ে লেখ।[সি. বো. ’১৯;]

১৯। তাহেরা একই সাথে অনমনীয় ও মানবিক চরিত্র কেন?[চ. বো. ’১৯;]

২০। হাতেম আলি উচ্চ নৌতিকতাবোধ সম্পন্ন মানুষ কেন? [চ. বো. ’১৯;]

পূর্ববর্তী বছরের এস.এসসি পরীক্ষায় আসা কিছু অনুধাবনমূলক প্রশ্নঃ

২১। ‘এবার তার সাধের স্বপ্নও ভাঙবে’ বলতে কোন ‘স্বপ্নের’ কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। [রা. বো ’১৯;]

২২। ‘আমি যেন কোরবানির বকরি’ –কথাটি ব্যাখ্যা কর। [কু. বো ’২০;]

২৩। নাটকটির কাহিনি কীভাবে গড়ে উঠে? বুঝিয়ে লেখ। [দি. বো. ’১৯;]

২৪। ‘বিয়ে হলো তকদিরের কথা’ ব্যাখ্যা কর। [য. বো. ’১৯;]

২৫। “আমার সবকিছু উচ্ছন্নে যাবে”- উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?[সি. বো. ’১৯;]

পূর্ববর্তী বছরের এস.এসসি পরীক্ষায় আসা কিছু অনুধাবনমূলক প্রশ্নঃ

২৬। “তাহারা তাহাদের নতুন জীবনের পথে যাইতেছে।” বহিপীরের এরুপ উক্তির কারণ ব্যাখ্যা কর।সকল বোর্ড ’১৮;]

২৭। “বদলকেরা তোমাকে গিলে খাচ্ছে” –কথাটি কেন বলা হয়েছে? [ঢা. বো ’১৭; ঢা. বো ’১৭;]

২৮। তাহেরা বহিপীর কে বিয়ে করতে রাজি হয়নি কেন?[য. বো. ’১৭;]

২৯। আমাকে বিবিসাহেব ডাকবেন না- কথাটি তাহেরা কেন বলেছিল?[সি. বো. ’১৭;]

৩০। তাহেরা বাড়ি থেকে পালিয়েছিল কেন?[রা . বো. ’১৭;]

পূর্ববর্তী বছরের এস.এসসি পরীক্ষায় আসা কিছু অনুধাবনমূলক প্রশ্নঃ

৩১। বিয়ের রাতে তাহেরা পালাবার কারণ কী? [চ.বো. '১৭;]

৩২। পীরসাহেব কে বহিপীর বলা হয় কেন? [রা. বো '১৭,১৬; কু. বো '১৭; চ. বো '১৫; দি. বো '১৫;]

৩৩। তাহেরাকে নারী জাগরণের প্রতীক চরিত্র বলা হয় কেন? [রা. বো. '১৬;]

কল করুন

16910